দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মোনাশের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা নজরদারিতে

শাহজাহান আকন্দ শুভ ●

মালয়েশিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। ইতোমধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থীর ওপর নজরদারিও শুরু হয়েছে। বিশেষ করে যারা গুলশান হামলার ঘটনায় নিহত জঙ্গি নিবরাস ইসলামের বন্ধু কিংবা ঘনিষ্ঠ ছিল। মোনাশের ছাত্র ছিল নিবরাস। গুলশান হামলার পর দেশে চলমান জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত হয় মোনাশের আরেক শিক্ষার্থী তাওসীফ হোসেন। একটি গোয়েন্দা সংস্থা ইতোমধ্যে মোনাশের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিষয়ে একটি প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। বিদেশ গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের ডেটাবেজ তৈরিসহ আরও কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

২৪ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠানো প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, গুলশানে হামলায় নিহত নিবরাস ইসলাম মোনাশের ছাত্র ছিল। তার সঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অন্তত চারজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; যারা জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত বলে জানা যায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জঙ্গি সম্পৃক্ততার বিষয়ে কিছু শিক্ষার্থীর জড়িত থাকার তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশের পর মোনাশ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছে। এ ছাড়া সকল বিদেশি শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাউন্সেলিং সেশন বা সভা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিদেশ গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিয়ে একটি পৃথক ডেটাবেজ তৈরি, ওই শিক্ষার্থীদের দেশ ত্যাগের আগে তাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে ভেটিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দেশে অবস্থানরত মোনাশের শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনতে সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

১ জুলাই, গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলায় নিবরাস ছাড়াও আরও ৪ জঙ্গি নিহত হয়। অন্যদিকে ২৭ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের অভিযানে নিহত হয় তাওসীফ হোসেনসহ ৩ জঙ্গি। তাদের মধ্যে নব্য ধারার জেএমবির শীর্ষ নেতা তামিম চৌধুরীও নিহত হয়। গুলশানে জঙ্গি হামলার পর নিবরাস ইসলামের কারণে মোনাশ

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৬

মোনাশের বাংলাদেশি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আলোচনায় চলে আসে। তাওসীফ নিহত হওয়ার পর এ আলোচনা বেড়ে যায়। এরপরই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষার্থী সেখান থেকে দেশে ফিরে এসেছে তাদের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী খোঁজখবর শুরু করে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মালয়েশিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ৬ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশি ১৪০ জন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি ৬ জন শিক্ষকও রয়েছেন। মোনাশের পড়ুয়া রাইয়ান মিনহাজ জঙ্গি নিবরাস ইসলামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। রাইয়ানও সন্দেহভাজন জঙ্গি। সে মোনাশের প্রকৌশল বিভাগ থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ২০১৫ সালে মালয়েশিয়া ত্যাগ করে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় আন্দালিব আহম নামে আরেক শিক্ষার্থী ইসলামি বিধিবিধান চর্চা শুরু করে। গত বছর ১ ডিসেম্বর সে পরিবারের কাউকে না জানিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়। পরে জানা যায়, আকাশ পথে সে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় যেতে মালয়েশিয়া ত্যাগ করে। পরে তুরস্কের ইস্তানবুল থেকে দেশে ফিরে আসে। নিবরাস ও তাওসীফের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। পুলিশ সদর দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশকে বলা হয়েছে।